বিলাসী
– শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচিতি:

- জন্ম: পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম।
  ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর।

পিতা: মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা: ভুবনমোহিনী দেবী।

- শরৎচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক।
- সন্ন্যাসী হয়েছিলেন ২৪ বছর বয়সে।
- জীবিকার সন্ধানে গিয়েছিলেন বার্মা মুল্লুকে (বর্তমান মিয়ানমার)
- শরৎচন্দ্রের শিল্পী মানসের মৌল বৈশিষ্ট্য হলো মানবতা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা।
- প্রথম মুদ্রিত রচনা মন্দির গল্প। (মুক্তলীন পুরস্কারপ্রাপ্ত)
- বিখ্যাত উপন্যাস: দেবদাস, পল্লি সমাজ, চরিত্রহীন, শ্রীকান্ত, গৃহদাহ, দেনাপাওনা ইত্যাদি।
- ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে ডিলিট ডিগ্রী প্রদান করে।
- মৃত্যু: কলকাতায়।
  ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি।

মূল পাঠ:

- পুরো দুই ক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলে যেতে হয়।
- লেখক একা নন, দশ বারোজন এভাবে স্কুলে যায়।
- গ্রামাঞ্চলের শতকরা আশিজন ছেলেকে এভাবে বিদ্যার্জন করতে হয়।
- চার ক্রোশ অর্থাৎ আট মাইলের চেয়েও ঢের বেশি।
- স্কুলে যেতে দুক্রোশের মধ্যে দু তিন খানা গ্রাম পার হতে হয়।
- লেখকের মতে এডেন হলো পারশিয়ার বন্দর এবং হুমায়ুনের বাপের নাম হলো তোগলক খাঁ।
- লেখকের স্কুলের পথে মাঝে মাঝেই দেখা হতো মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে।
- মৃত্যুঞ্জয় থার্ড ক্লাসে পড়িত। (বর্তমান ৮ম শ্রেণি)
- মৃত্যুঞ্জয়ের বাপ, মা, ভাই, বোন কেউ ছিল না। ছিল শুধু একটা প্রকান্ড আম কাঠালের বাগান, একটা প্রকান্ড পোড়োবাড়ি এবং একজন জ্ঞাতি খুড়া।
- খুড়ার কাজ ছিল ভাইপোর দুর্নাম রটনা করা। সে গাঁজা খায়, গুলি খায় ইত্যাদি। আর একটি কাজ ছিল এটি বলে বেড়ানো যে ওই বাগানের অর্ধেক অংশ তার।

Scanned with CamScanner

- মৃত্যুঞ্জয় নিজে রান্না করে খেত।
- মৃত্যুঞ্জয় কখনো কারো সাথে যেচে কথা বলতো না।
- দোকানের খাবার কিনে অন্যকে খাওয়াতে মৃত্যুঞ্জয়ের আর জোড়া ছিল না।
- মৃত্যুঞ্জয়ের মর মর অবস্থায় মালোপাড়ার বুড়া মালো চিকিৎসা এবং তার মেয়ে বিলাসী সেবা করে তাকে যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল।
- ন্যাড়া অর্থাৎ লেখক সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে গিয়েছিল। তার পোড়োবাড়িতে কোনো প্রাচীর ছিল না।
- ন্যাড়া যখন মৃত্যুঞ্জয়কে দেখতে যায় বিলাসী তখন পাখা দিয়ে বাতাস করছিল।
- বিলাসীর বয়স আঠার কি আটাশ তা বোঝা যায়নি।
- মৃত্যুঞ্জয় প্রায় দেড় মাস ধরে শয্যাগত এবং বাকি খানে ১০-১৫ দিন সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিল।
- বিলাসী ন্যাড়াকে ভাঙা প্রাচীরের শেষ পর্যন্ত রেখে এসেছিল।
- আম কাঁঠালের বাগানটি ছিল ২০-২৫ বিঘার।
- ন্যাড়া মৃত্যুঞ্জয়কে দেখে আসার পরে প্রায় দুই মাস তার খবর নেয়নি।
- মৃত্যুঞ্জয় মিত্তির বংশের ছিল। আর বিলাসী সাপুড়ের মেয়ে ছিল।
- অন্নপাপের বিচার করার জন্য খুড়া অভিভাবক হিসেবে এবং ন্যাড়াসহ দশ বারো জন সন্ধ্যার সময় মৃত্যুঞ্জয়ের পোড়োবাড়িতে যায়।
- বিলাসী তখন ভাঙা বারান্দায় রুটি তৈরি করছিল। তাদেরকে দেখে ভয়ে সে নীলবর্ণ হয়ে যায়।
- স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলে তাদের গায়ে হাত তুলতে নেই। এই কুসংস্কারটি বিলেত প্রভৃতি ম্লেচ্ছদেশের (বর্বর দেশ) পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত।
- স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায়ের বিধবা পুত্রবধূ মনের বৈরাগে (অনাসক্তি) দুই বছর কাশিবাস করেছেন।
- ছোটবাবু বারোয়ারি পূজাবাবদ ২০০ টাকা দান করেন এবং পাঁচটি গ্রামের ব্রাহ্মণের প্রত্যেক সদ্‌ব্রাহ্মণের হাতে ১টি করে কাঁসার গ্লাস দেন।
- ন্যাড়া সন্ন্যাসীগিরি থেকে ইস্তফা দিয়েছিল মশার কামড় সহ্য করতে না পেরে।

Scanned with CamScanner

- পরবর্তীতে ন্যাড়ার মৃত্যুঞ্জয়ের সাথে দেখা হয় একদিন দুপুর বেলা মালোপাড়ায়। তখন মৃত্যুঞ্জয়ের মাথায় ছিল গেরুয়া পাগড়ি, বড় বড় দাড়ি চুল, গলায় রুদ্রাক্ষ ও পুঁতির মালা ছিল।
- দেশের ৯০ জন নরনারীই পল্লিগ্রামের মানুষ।
- ছোটবেলা থেকেই ন্যাড়ার দুটি জিনিসের প্রতি প্রবল শখ ছিল। প্রথমত, গোখরা সাপ ধরে পোষা, দ্বিতীয়ত মন্ত্র সিদ্ধ হওয়া।
- মন্ত্রঅনুসারে, কেউটে হলো মনসার বাহন।
- সন্ন্যাসী অবস্থায় ন্যাড়া কামাখ্যায় গিয়ে সিদ্ধ হয়ে এসেছে।
- বিলাসী ন্যাড়াকে ঠাকুর বলে সম্বোধন করত,
- কোনো সাপকে দুই চারদিন হাড়িতে পুরে রাখলে সে আর কাউকে কামড়াতে চায় না। এর জন্য একটি কাজ করতে হয় সেটি হচ্ছে লোহার শিক পুড়িয়ে কয়েকবার ছ্যাকা দিতে হয়।
- সাপ ধরাটা ন্যাড়ার কাছে একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল।
- মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হয়েছিল এক গোয়ালার বাড়িতে। (ক্রোশ দেড়েক দূরে)
- মৃত্যুঞ্জয়ের মতে, গোয়ালার বাড়ির মেঝে খুঁড়ে তারা যে কাগজ পেয়েছিল তা ইঁদুরে এনেছে।
- ১০ মিনিটের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় প্রকাণ্ড একটি গোখরা সাপ ধরেছিল।
- সাপে কামড়ানোর ১৫-২০ মিনিট পরেই মৃত্যুঞ্জয় বমি করে দিল। এরও ৩০ মিনিট পর মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু ঘটল।
- স্বামীর মৃত্যুর পর বিলাসী সাতদিন বেঁচে ছিল।
- স্বামীর মৃত্যুশোক সইতে না পেরে বিলাসী বিষপানে আত্মহত্যা করে।

শব্দার্থ:

- ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃত।
- মৃতের আত্মার সদগতি কামনার জন্য ব্রাহ্মণকে যে ভোজ্য উৎসর্গ করা হয় তাকে বলা হয় ভুজ্যি উচ্ছুগ্যু।

Scanned with CamScanner

- মোঘল সম্রাট আকবরের পিতা হুমায়ুন।
- হিন্দু ধর্মমতে, মনসা সাপের দেবী।
- বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর এডেন লবন তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ।
- কামচাটকা হলো রাশিয়ার অন্তর্গত সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বে অবস্থিত উপদ্বীপ। এখানে ১৭ টি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এটি স্যামন মাছের দেশ নামেও পরিচিত। রাজধানী শহর – পেত্রোপাভলোভস্ক।
- সত্য যুগ হলো হিন্দু পুরাণে বর্ণিত চার যুগের প্রথম যুগ।
- বিষকণ্ঠ শিব বা মহেশ্বরের অন্য নাম মৃত্যুঞ্জয়।
- হিন্দু পুরান অনুসারে বিদ্যা ও কলার দেবী – সরস্বতী বা বীণাপাণি।

পাঠ পরিচিতি:

- বিলাসী গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ভারতী পত্রিকায় ১৯১৮ সালে।
- গল্পটি বিবৃত হয়েছে ন্যাড়া নামের এক যুবকের জবানিতে
- গল্পে ছায়াপাত ঘটেছে শরৎ চন্দ্রের প্রথম জীবনের।
- গল্পটি বিশ শতকের সামাজিক অসংগতিকে ইঙ্গিত করে।
- গল্পটির নামকরণ করা হয়েছে নায়িকা চরিত্রের আলোয়
- বিলাসী গল্পে দুই ব্যতিক্রমধর্মী মানব মানবীর প্রেমের মহিমা ছাপিয়ে গেছে জাতিগত বিভেদের সংকীর্ণ সীমা।
- বিলাসী গল্পে লেখকের অবস্থান উত্তম পুরুষে।
- বিলাসী স্বেচ্ছামৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছে প্রেমের কারণে।

Scanned with CamScanner